দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 30 MAY 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

আইন লঙ্ঘন॥ ২৫ বেসরকারী ভার্সিটিকে শোকজ নোটিস

মোশতাক আহমেদ ॥ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন লঙ্ঘন করার অভিযোগে দেশের ২৫টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে শোকজ নোটিস দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন। সূত্রমতে, মূলত যেসব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর অতিবাহিত

(২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

আইন লঙ্ঘন ॥ ২৫

(প্রথম পাতার পর)

হয়ে গেলেও নিজস্ব ক্যাম্পাস স্থাপন করতে পারেনি তাদেরই এই শোকজ নোটিস দেয়া হয়েছে। শোকজের জবাবের ভিত্তিতে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানা গেছে।

শোকজ নোটিস দেয়ার কথা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম স্বীকার করে বলেছেন, কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এ নিয়ে কাজ করছে।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ে অভিযোগ নতুন কোন ঘটনা নয়। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৯২ জারির পর দেশে ৫৬টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য ও নীতি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেনি। বরং ব্যবসার বড় হাতিয়ার হিসেবে নিয়মনীতি ছাড়াই বেপরোয়াভাবে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠতে থাকে। নিয়মনীতির কোন তোয়াক্কাই করছে না এসব বিশ্ববিদ্যালয়। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি আইন থাকলেও তারা বার বারই এই আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে আসছে। এর মধ্যে আইন অমান্যকারী পাঁচটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধও করে দেয় সরকার। বন্ধ হওয়া বিশ্ববিদ্যালয় পাঁচটি হলো কুইন্স ইউনিভার্সিটি, পুন্ড্র ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজি, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা-বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি। কিন্তু বাকি ৫১টির মধ্যেও বেশির ভাগ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অনিয়মের সাগরে ভাসছে। নৈরাজ্য, অব্যবস্থা আর বিশৃঙ্খলাই হয়ে পড়ছে শিক্ষা বাণিজ্যকারী এসব প্রতিষ্ঠানের মূল চিত্র। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই চলছে শিক্ষার নামে এ বাণিজ্য। নামে বিশ্ববিদ্যালয় হলেও বেশির ভাগ মানুষ এগুলোকে সার্টিফিকেট বিক্রির দোকানও বলছেন। দেশে ৫১টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চল্লিশটিরও বেশি অবস্থিত রাজধানী ঢাকায়। এর মধ্যে দু'চারটি বাদে বাকি সব ক'টিই ভাড়া বাড়িতে অবস্থিত।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছরের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাস স্থাপনের কথা থাকলেও কয়েকটি বাদে বেশির ভাগেরই নিজস্ব ক্যাম্পাস নেই। ভাড়া করে চলছে বিশ্ববিদ্যালয়। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে ভাড়া করা এসব বাড়িতে একই সঙ্গে চলছে গার্মেন্টস, মার্কেট, ব্যাংক-বীমা-অফিস এবং বিশ্ববিদ্যালয়। রাজধানীর চল্লিশোর্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বেশির ভাগই আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকা, বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন রাস্তার পাশে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের মতো গড়ে উঠেছে। স্বল্প পরিবেশে ঘিঞ্জি পরিবেশে স্থাপিত হয়েছে এসব বিশ্ববিদ্যালয়। খোদ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনেই ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে ওঠা এসব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের নানাবিধ অব্যবস্থা ও অসঙ্গতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে বার বার। কিন্তু কাজের কাজ খুব একটা হয়নি।

এমনি পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আইন অমান্যকারী বিশেষ করে প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর হয়ে গেলেও যারা নিজস্ব ক্যাম্পাস স্থাপন করতে পারেনি তারা কেন নিজস্ব ক্যাম্পাস স্থাপন করতে পারেনি তা জানতে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে। সূত্রমতে, ২৪ মে এই নোটিস দেয়া হয়। এদিকে কয়েকদিন আগে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের লাগামহীন বাণিজ্য বন্ধ করতে ঢাকা শহরে নতুন করে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।